যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তিযুদ্ধ

কলেজগুলিতে প্রাণান্তকর ভর্তিযুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রতিবারই হয়। নগরীতে শতাধিক কলেজ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৭/৮টি কলেজের দিকেই ছাত্রছাত্রীদের নজর। বৎসরের পর বৎসর যাবৎ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া চলিয়াছে। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, একই এলাকায় প্রায় পাশাপাশি দুইটি কলেজের একটিতে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভিড় সামলানো মুশকিল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে লোভনীয় নানা অফারের টোপ ঝুলাইয়াও অপরটিতে নির্ধারিত সংখ্যানুযায়ী ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাইতেছে না। এইবার সারাদেশে এসএসসি পাস করিয়াছে ৪ লাখ ৮ হাজার ৭৬০ জন। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে দেশে মোট আসন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ লাখ। প্রতি বৎসরের মতো এইবারও নির্দিষ্ট কয়েকটি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঝোঁক নিঃসন্দেহে ভর্তি-সংকট বৃদ্ধি করিবে। এই ব্যাপারে সারাদেশের চিত্রটি প্রায় অভিন্ন। বহু ছাত্রছাত্রী নির্ধারিত কিছু কলেজের আঙ্গিনাতেই ঘোরাঘুরি করিতেছে। এমনকি ভর্তির দিন-তারিখ চলিয়া যাইবার পরও বহু কলেজে ভর্তির চাপ অব্যাহত। এই চাপ রাজধানীতে কী রকম হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রশ্ন উঠিবে, এইরূপ নাজুক পরিস্থিতির কারণ কি? খুব সহজে এবং অল্প কথায় ইহার জওয়াব দেওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ভর্তি সংকটের মূল কারণ মানসম্মত মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়া। সেই সঙ্গে রহিয়াছে সরকারের অবহেলা, শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ ও সদিচ্ছার অভাব, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম এবং প্রভাবশালী মহলের চাপ। মহানগরীর বেশিরভাগ কলেজে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নাই। অর্থনৈতিক সমস্যা, পরিচালনা পরিষদের দলাদলি, শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশকে চরম হতাশাব্যঞ্জক করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে সীমিত সংখ্যক মানসম্পন্ন কলেজে ভর্তি হইবার আপ্রাণ লড়াই, অপরদিকে ভর্তি চলিতেছে– এই বিজ্ঞপ্তি ঝুলাইয়া তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষা করা। এই অসঙ্গতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই প্রকট করে মাত্র। কলেজের ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্যা দিন দিন যেইরূপ ঘনীভূত হইতেছে, তাহা আর চলিতে দেওয়া যায় না। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইহার বিহিত করিবার পদক্ষেপ লইতে হইবে। যেই সকল কারণে সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলির বেশির ভাগেরই এই দুরবস্থা তাহা সুবিদিত। শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা দান– উভয় ক্ষেত্রেই রহিয়াছে প্রগাঢ় অনীহা। ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়নবিমুখ। শিক্ষকরা নিবেদিত চিত্তে পড়াইতে চাহেন না। শিক্ষার্থীর মেধাহীনতা ও শিক্ষকের অযোগ্যতার বিষয়টিও এই ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় গজাইয়া উঠিতেছে। যেইগুলির অধিকাংশই 'সাইনবোর্ড-সর্বস্ব'। বিভিন্ন স্বার্থে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাতারাতি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বসেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের সংখ্যানুপাত কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণা বা পরিসংখ্যান না থাকায় শেষ অবধি গোটা বিষয়টাই হইয়া দাঁড়ায় বিড়ম্বনাময়। যাহারা কেন্দ্রে বসিয়া সরকারি দান-অনুদান বিলিবণ্টন করেন তাহারাও ঐ সমস্ত ভূঁইফোড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বহাল রাখিবার যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা লইয়া মাথা ঘামান বলিয়া মনে হয় না। এই আবর্ত হইতে বাহির হইবার লক্ষ্যে অবিলম্বে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে। আর পরিকল্পনা গ্রহণের পর কালক্ষেপণ না করিয়া তাহা বাস্তবায়নে কার্যকর ও আন্তরিক পদক্ষেপ লইতে হইবে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উচ্চ মাধ্যমিকের এই ভর্তিযুদ্ধ অব্যাহত থাকা কোনক্রমেই কাম্য নয়।